চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১১.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ভারতের নতুন সহকারী হাইকমিশনার শ্রী হরিশ কুমার

মেডিকেল ও ট্যুরিস্ট ভিসা সহজ করার অনুরোধ মেয়র শাহাদাতের

চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষের ভারত ভ্রমণ সহজ করতে মেডিকেল ও ট্যুরিস্ট ভিসা প্রদানের হার ও গতি বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের নতুন সহকারী হাইকমিশনার শ্রী হরিশ কুমারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ অনুরোধ জানান।আজ সোমবার, ১১ মে ২০২৬, টাইগারপাসস্থ নগর ভবনে মেয়র কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মেয়র বলেন, "চট্টগ্রামের বিপুল পরিমাণ মানুষ চিকিৎসা গ্রহণ এবং পর্যটনের উদ্দেশ্যে ভারতে যান। বিশেষ করে আজমীর শরীফ, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ, আগ্রার তাজমহল এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন তীর্থস্থান থাকার কারণে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারত ভ্রমণ

করেন। চট্টগ্রামের এই মানুষদের সুবিধার্থে মেডিকেল এবং ট্যুরিস্ট ভিসা প্রদানের হার ও গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।"এছাড়া মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবাদান কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কেও ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারকে অবহিত করেন।এসময় দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, চট্টগ্রামের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।মেয়র নবনিযুক্ত সহকারী হাইকমিশনারকে চট্টগ্রামে স্বাগত জানান এবং তার দায়িত্ব পালনকালে চসিকের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শ্রী হরিশ কুমার চট্টগ্রামের উন্নয়নে মেয়রের গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার আশ্বাস দেন।সাক্ষাৎকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে মেয়র মহোদয় সহকারী হাইকমিশনারকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন।

প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবস্থাপনায় অংশীদারিত্ব নবায়ন করলো ইউনিলিভার বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনচট্টগ্রাম, ১১ মে ২০২৬: দেশের শীর্ষস্থানীয় নিত্য-ব্যবহার্য ও ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড (ইউবিএল), চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভ্যালু চেইন আরও শক্তিশালী করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব আরও দুই বছরের জন্য নবায়ন করেছে।এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (এস), বিএন; ইপসা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান; ইউনিলিভার বাংলাদেশের সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুহুল কুদ্দুস খান; এবং ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস ও কমিউনিকেশনস পরিচালক শামিমা আক্তার।২০২২ সাল থেকে এই উদ্যোগের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভ্যালু চেইন উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। উদ্যোগটির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতাকর্মী, স্ক্র্যাপ ক্রেতা (ভাঙারিওয়ালা) ও রিসাইক্লারদের একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রণোদনাভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যের প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং মৌলিক ব্যবসায়িক দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে।এই উদ্যোগের আওতায় ৩,০০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং ২২০ জন স্ক্র্যাপ ক্রেতাকে (ভাঙারিওয়ালাকে) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২,০০০ পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে এই উদ্যোগের আওতায় গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সুবিধা চালু করা হয়, যার মাধ্যমে ১,৮২৭ জন অংশগ্রহণকারী অক্ষমতা বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষার আওতায় এসেছেন। কমিউনিটি সম্পৃক্ততা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২৫,০০০ পরিবার এবং বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ১০,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।২০২২ সালের জুন থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩২,০০০ টনের বেশি

প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ছিল ফ্লেক্সিবল প্লাস্টিক। অংশগ্রহণকারী স্ক্র্যাপ ক্রেতাদের অর্ধেক এখন ট্রেড লাইসেন্সধারী এবং সকল অংশগ্রহণকারীর সক্রিয় ব্যাংক হিসাব রয়েছে।চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে সিটি করপোরেশন, বেসরকারি খাত এবং সিভিল সোসাইটির সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ড পর্যায়ে সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি। এ ধরনের উদ্যোগ একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়ার আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। চট্টগ্রামের প্রতি অব্যাহত অঙ্গীকার এবং টেকসই প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি ইউনিলিভার বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই।"ইউনিলিভার বাংলাদেশের সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুহুল কুদ্দুস খান বলেন, "প্লাস্টিক বর্জ্য সমস্যা মোকাবিলায় পুরো ভ্যালু চেইনজুড়ে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা ও কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস এবং সার্কুলারিটি ত্বরান্বিত করার বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ইউনিলিভার গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেল নিয়ে কাজ করছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও ইপসা'র সঙ্গে আমাদের চলমান অংশীদারিত্ব এর কার্যকারিতা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে-যার মাধ্যমে বর্জ্যকর্মীদের সহায়তা, সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আরও টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।"ইপসা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, "এই উদ্যোগ অনানুষ্ঠানিক খাতের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আরও সংগঠিত ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসছে, যা তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপত্তা ও স্বীকৃতির সুযোগও বাড়াচ্ছে। কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তব সহায়তার সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্যোগটি আরও কার্যকর ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখছে।"অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবদানের জন্য দুইজন বর্জ্য সংগ্রাহক এবং দুইজন স্ক্র্যাপ ক্রেতাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।নবায়নকৃত এই অংশীদারিত্বের আওতায় প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনেও গুরুত্ব দেওয়া হবে, যা চট্টগ্রামে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

নগরবাসীর সচেতনতাই জলাবদ্ধতা নিরসনের মূল চাবিকাঠি — মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান মাসব্যাপী নালা-নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শনকালে মেয়র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি নগরবাসীর প্রতি যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নাগরিক সচেতনতা ছাড়া জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।মেয়র বলেন, “খাল-নালা ও ড্রেনে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। এতে সামান্য বৃষ্টিতেই নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। নগরবাসী সচেতন হলে এ সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।”তিনি আরও বলেন, “চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জলাবদ্ধতা নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নালা-নর্দমা, ড্রেন ও খাল পরিষ্কার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। নগরকে পরিচ্ছন্ন ও জলাবদ্ধতামুক্ত রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।”পরবর্তীতে মেয়র রসুলবাগ খালের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি দ্রুত ও মানসম্মতভাবে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে দখল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।পরিদর্শনকালে মেয়র ওয়াসাসহ কয়েকটি এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেন। তিনি ভবন মালিকদের নির্মাণ সামগ্রী যত্রতত্র না রাখার এবং ভবন নির্মাণ করতে গিয়ে নালা, মাটি, বালি বা অন্য নির্মাণ সামগ্রীতে যাতে ভরাট না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে ১৭ নং ওয়ার্ডের ছলেমা খাতুন সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরিচালিত মাসব্যাপী এ ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে নালা-নর্দমা, খাল ও ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮